আজকের কাগজ

তারিখ 01 MAR 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রধানমন্ত্রী

জনগণ তোমাদের অনেক কিছু দিয়েছে এবার তোমাদের দেয়ার পালা

কাগজ প্রতিবেদক : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের কাঙ্খিত উন্নতির জন্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের প্রতি জোর দিয়েছেন এবং উৎপাদনমুখী ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অগ্রণী ভূমিকা নেয়ার আহবান জানিয়েছেন।

তিনি গতকাল শনিবার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান বক্তব্য রাখেন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে প্রযুক্তির বিকাশ। বাংলাদেশ কেবল সমস্যারই দেশ নয়, অফুরন্ত সম্ভাবনারও দেশ। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান করতে পারে লাগসই প্রযুক্তি। বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তি বিকাশের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব দেশের স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে বলেও তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের দ্রুত অগ্রগতি ও সত্যিকার পরিবর্তনের জন্যে শিক্ষাকে জাতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষাকে গণতান্ত্রিকীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে চালু করা হয়েছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর সনদ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জনগণ তোমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। জনগণকে, দেশকে এখন তোমাদের দেয়ার পালা। আমাদের অনগ্রসরতা, আমাদের দারিদ্র্যের দুর্নাম ঘুচাতে তোমরা এগিয়ে আসবে।

প্রধানমন্ত্রী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও সেশন জটের ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডারের গিট তথা সেশন জট ছাড়িয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হওয়ার জন্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান।

উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সত্যানুসন্ধানের ও মুক্ত বুদ্ধি বিকাশের চারণভূমি, কর্তৃত্বব্যাঞ্জক আচরণ, ভীতি প্রদর্শন, অগণতান্ত্রিক অনুশাসন দেশ তথা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের পথে প্রতিকূলতা হিসেবে দেখা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে প্রতিটি বিশেষজ্ঞ কাজ করবেন আপন আপন ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির অন্বেষায়, সেখানে পরিবেশ হতে হবে মুক্ত।

উপাচার্য শিক্ষার মূল সংকট হিসেবে সন্ত্রাসকে চিহ্নিত করার বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, সন্ত্রাস আর সেশন জট প্রকৃত রোগ নয়। এগুলো রোগের লক্ষণ বা সিমটম মাত্র। মূল রোগ হচ্ছে দায়িত্বহীনতা, দলাদলি, কর্তব্যে অবহেলা আর আত্মসচেতনতার অভাব।

উপাচার্য দেশবাসী ও সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, আমাদের দেশের সবচে' মূল্যবান সম্পদ মেধা, শিক্ষা ও তারুণ্য যেনো অব্যবহৃত, অবহেলিত ও অপমানিত না হয় বেকারত্বের গ্লানিতে। দেশে সেশন জট ও সেশন জ্যাম-এর সঙ্গে সঙ্গে চাকরিতে নিযুক্তির ক্ষেত্রেও চাকরি জ্যাম দেখা দিচ্ছে এটাও দূর করা দরকার।

সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন, শিক্ষাটাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে করে জীবন-যাপনের সব ক'টি উপকরণই এর মধ্যে থাকে। শিক্ষা-পদ্ধতিতে পেটের খোরাক ও মনের খোরাক এ দু'য়ের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন, এখন যে পরীক্ষা ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে তার পরিবর্তে 'জীবনভিত্তিক' শিক্ষা চালু করতে হবে।

এর আগে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বুয়েট ক্যাম্পাসে পৌছুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাকে স্বাগত জানান এবং এম এ রশীদ ভবনের সামনে থেকে শোভাযাত্রার মাধ্যমে চ্যান্সেলর মঞ্চে আগমন করেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

চ্যান্সেলর প্রথমে অর্পিত দায়িত্বের ক্ষমতা বলে আবদুল জলিল, আমিনুল হক ও শামসুল আলমকে ডক্টর অব ফিলোজফি ডিগ্রি প্রদান করেন। এরপর চ্যান্সেলর বিভিন্ন অনুষদের ডীন কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন বর্ষের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করেন।

উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হককে 'কনভোকেশন ক্রেস্ট' উপহার দেন।

এটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এর আগে ১৯৭৩ এবং ১৯৭৬ সালে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোট ৩ হাজার ১শ' ৮৫ জনকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

05